EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

# এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা

জুলাই ২০১৩

EXIM

# এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা

জুলাই, ২০১৩

## সম্পাদকীয়

বর্ষা আর খরতাপের ধারাবাহিক লুকোচুরিতে নগর জীবন অতিষ্ঠ আজ। প্রকৃতির দ্রুতলয়ে বিবর্তন প্রভাব ফেলছে মানুষের দৈনন্দিন কার্যসূচীতে। তবুও সামনে এগিয়ে চলার নিরন্তর প্রয়াসে আমরা পথ চলি। সেই ধারাবাহিক পথ পরিক্রমায় আবার চলে এসেছে এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে তৃতীয় প্রজন্মের ব্যাংক হলেও এক্সিম ব্যাংক ইতোমধ্যেই উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ এবং বহুমাত্রিক সেবার মাধ্যমে গণ মানুষের মন জয় করে লক্ষণীয় অবস্থানে পৌঁছে গেছে। ব্যাংকের অলটারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেলগুলোকে কার্যকরভাবে শক্তিশালী করার পাশাপাশি দেশের বাইরে বিভিন্ন মহাদেশে এক্সিম ব্যাংক সফলতার সাথে এক্সচেঞ্জ হাউজসমূহ পরিচালনা করছে, যার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিরা কম খরচে এবং দ্রুততার সাথে দেশে প্রিয়জনের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করতে পারছে। ব্যাংকের উন্নতির স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যাংক বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্থা থেকে পুরস্কারও পেয়েছে।

সম্প্রতি দেশে চতুর্থ প্রজন্মের ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। ফলে ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হয়েছে; যেখানে শুধুমাত্র কর্মদক্ষতা এবং সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমেই সফলতা অর্জন সম্ভব হবে। এক্সিম ব্যাংক সেক্ষেত্রে দৃঢ়তার সাথেই টিকে থাকবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। সেবা আর দক্ষতা দিয়ে আমাদের পথচলা দিনে দিনে হবে আরো শক্তিশালী, গতিশীল।

এই মাসেই শুরু হচ্ছে সংযম সাধনার পবিত্র রমজানুল মুবারাক। পবিত্র এই মাসে সংযম সাধনার মাধ্যমে সকলেই শুদ্ধ আত্মার অধিকারী হবেন- এই প্রত্যাশা এবং সকলের জন্য শুভ কামনা রইল।

**সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি:**
**ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী

**সম্পাদক:**
**সঞ্জীব চ্যাটার্জী**
এসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট
ও জনসংযোগ প্রধান

**সম্পাদনা সহযোগী:**
**আশরাফুল ইসলাম**
জনসংযোগ বিভাগ

**ফটোগ্রাফার:**
**মর্তুজা আরিফ**

এক্সিম ব্যাংক জনসংযোগ বিভাগ
থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক খবরপত্র

## সাভার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় পাঁচ কোটি টাকা দিল এক্সিম ব্যাংক

গত ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ধ্বসে স্মরণকালের ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটে। দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ১২০০ ছাড়িয়ে যায়। মারাত্মক আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় প্রায় ৩০০০ জনকে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহতদের পরিবারের পাশে এগিয়ে আসে এক্সিম ব্যাংক। সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই সকল ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ কোটি টাকা প্রদান করে এক্সিম ব্যাংক। গত ১৪ মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এক্সিম ব্যাংকের পক্ষ থেকে এই চেক হস্তান্তর করেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী এ এম এ মুহিত, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী, এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুল এবং এক্সিম ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

## প্রয়াস-কে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা প্রদান করল এক্সিম ব্যাংক

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ শিশু সহায়ক স্কুল প্রয়াসকে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করল এক্সিম ব্যাংক। গত ২৫ এপ্রিল ঢাকার হোটেল র‍্যাডিসান ব্লু এর বল রুমে আয়োজিত "স্পেশাল ইভিনিং ফর স্পেশাল চিলড্রেন" শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী কর্নেল ফারুক খানের হাতে এক্সিম ব্যাংকের পক্ষ থেকে এই টাকার চেক তুলে দেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তিনবাহিনী প্রধানসহ উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ।

## এক্সিম ব্যাংক বৃত্তি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হল আরো ৬৪৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থী

কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে এক্সিম ব্যাংক তার বৃত্তি প্রকল্পে নতুন করে আরো ৬৪৩ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে অর্ন্তভুক্ত করেছে। এই নিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাড়ালো ২ হাজার ৭৪৩ জনে। গত ৩ জুন ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার এবং সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী।

উল্লেখ্য যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৮৫ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪৫৮ জন শিক্ষার্থীকে এবছর নতুন করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তির পরিমাণ বাৎসরিক এককালিন ১৫ হাজার টাকা, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দসহ উপদেষ্টা এবং ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ।
বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান শেষে 'সামাজিক দায়বদ্ধতায় (সিএসআর) এক্সিম ব্যাংক' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

## এক্সিম ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু

আধুনিক ব্যাংকিং সেবা আরো সহজ, গতিশীল ও সর্বসাধারণের কাছে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এক্সিম ব্যাংক চালু করল শরীয়াহ্ ভিত্তিক মোবাইল ব্যাংকিং "এক্সিম ক্যাশ"। গত ১৮ জুন ঢাকার রেডিসন হোটেলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এক্সিম ক্যাশ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক বিভাগের সচিব ড. এম. আসলাম আলম ও এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দ, ব্যাংকের উপদেষ্টা, আইটি কনসালটেন্ট লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এক্সিম ব্যাংকের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ।
এক্সিম ক্যাশের মাধ্যমে এখন থেকে গ্রাহক এটিএম, পিওএস ও এজেন্টের মাধ্যমে টাকা লেনদেন, মোবাইল ফোনে এয়ার টাইম টপ আপ, মিনি স্টেটমেন্ট নেওয়া, ব্যালেন্স ট্রান্সফার, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ইত্যাদি সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

## ৮ম বাংলাদেশ গেমস এর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ১ কোটি টাকা প্রদান করল এক্সিম ব্যাংক

বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আসন্ন ৮ম বাংলাদেশ গেমস সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এক্সিম ব্যাংকের পক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। গত ৭ এপ্রিল অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি'র হাতে ১ কোটি টাকার চেক তুলে দেন এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী জেনারেল এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুল।

## নিউইয়র্কে এক্সিম (ইউএসএ) ইনক্. এর গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কে আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে এক্সিম ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান এক্সিম (ইউএসএ) ইনক্. এর গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত ৭ জুন উডসাইডের গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠিত এই গ্রাহক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মনিরুল ইসলাম এবং সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে এক্সিম (ইউএসএ) ইনক্. এর সাফল্য কামনা করেন সবাইকে বৈধ পথে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণের আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া বলেন, বাংলাদেশে শরীয়াহ ব্যাংক হিসেবে এক্সিম ব্যাংক সুনাম ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। স্টেট ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টের লাইসেন্সধারী এক্সিম ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন এক্সিম (ইউএসএ) ইনক্. আমেরিকা থেকে বৈধপথে দ্রুত এবং নিরাপদে প্রবাসীদের অর্থ দেশে পাঠাতে বদ্ধপরিকর। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলম্যান ড্যানিয়েল ড্রম, এক্সিম ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক খন্দকার রুমী এহসানুল হক এবং এক্সিম (ইউএসএ) ইনক্. এর প্রধান নির্বাহী শেখ বশিরুল ইসলাম।

## সন্দ্বীপে এক্সিম ব্যাংকের ৭৩তম শাখার শুভ উদ্বোধন

চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে গত ২৬ মে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর ৭৩তম শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম ১৬ আসনের সংসদ সদস্য মোস্তফা কামাল পাশা এবং সভাপতিত্ব করেন এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সন্দ্বীপ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নূর-ই-খাজা আল আমীন, সন্দ্বীপ পৌরসভার মেয়র জাফরুল্লাহ টিটু, এক্সিম ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদউদ্দীন আহমাদ, ইয়ুথ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফিরোজ আলম, একেএইচ গ্রুপের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবুল কাশেম এবং এক্সিম ব্যাংকের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোস্তফা কামাল পাশা এমপি সন্দ্বীপের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে এখানে শাখা খোলায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এবং ব্যাংকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

স্বাগত বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এক্সিম ব্যাংকের দৃঢ় আর্থিক অবস্থান তুলে ধরে বলেন, এক্সিম ব্যাংক বিগত ১৩ বছরে একটি দক্ষ, আধুনিক এবং সুনিয়ন্ত্রিত ইসলামী ব্যাংক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে থাকা এক্সিম এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে দেশে রেমিটেন্স প্রেরণের জন্য বিদেশে অবস্থানরত সন্দ্বীপবাসীকে আহ্বান জানান।

## এক্সিম ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সম্প্রসারিত ফ্লোর উদ্বোধন

সিফনি ভবনের ৫ম তলায় এক্সিম ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গত ২৮ মে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার ৫ম তলায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুল, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, মোঃ হাবিবউল্লাহ ভন, মোঃ নুরুল আমিন ফারুক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল অব. সিরাজুল ইসলাম, মোঃ নজরুল ইসলাম স্বপন, মোঃ আব্দুল্লাহ, মিসেস নাসিমা আক্তার, রঞ্জন চৌধুরী, খন্দকার মোহাম্মদ সাইফুল আলম, আব্দুল্লাহ আল জহীর স্বপন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর সিকান্দার খান এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া ও প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ।

প্রধান কার্যালয়ের সম্প্রসারিত এই ফ্লোরে শরীয়াহ সেক্রেটারিয়েট, এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ইন্টারনাল কন্ট্রোল এন্ড কমপ্লায়েন্স, স্পেশাল অডিট, জেনারেল ব্যাংকিং, এন্টি মানি লন্ডারিং, অলটারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল, বিজনেস প্রোমোশন এন্ড সিসটেম ডেভেলপমেন্ট, সিপিসি, এমআইএস এবং জনসংযোগ বিভাগ রয়েছে।

## এক্সিম ব্যাংকের চট্টগ্রাম অঞ্চলের পারফরমেন্স রিভিউ কনফারেন্স ২০১৩ অনুষ্ঠিত

২০১৩ সালে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে ব্যাংকের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে "ফার্স্ট কোয়ার্টারলি পারফর্মেন্স রিভিউ কনফারেন্স ২০১৩ ফর চিটাগাং জোন" শীর্ষক দিনব্যাপী এক সম্মেলন গত ২১ এপ্রিল চট্টগ্রামের হোটেল আগ্রাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। সম্মেলনে এক্সিম ব্যাংকের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল শাখা ব্যবস্থাপকগণসহ প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক অফিসের নির্বাহীগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া বলেন, গত বছর আমরা আমাদের ব্যবসা উন্নয়নে যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলাম, বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা তার শতভাগ পূর্ণ করতে পেরেছি। এ বছরও আমরা যে লক্ষ্য নির্ধারণ করব, আপনারা সে লক্ষ্য অর্জণে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন বলে আমি আশা করি। তিনি শাখা ব্যবস্থাপকদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, আপনাদের দক্ষতা এবং সফলতার উপর ব্যাংকের সাফল্য নির্ভরশীল। তাই সকলকে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করা এবং সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়া নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

## এক্সিম ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম শাহজাহান কবিরের ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

এক্সিম ব্যাংকের উদ্যোগে গত ৩০ মে ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম শাহজাহান কবিরের ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। এ উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর স্মরণসভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ ও মরহুমের শুভানুধ্যায়ীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মরহুম শাহজাহান কবিরের স্মৃতিচারণ এবং রূহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

জনাব শাহজাহান কবির ১৯৪২ সালে ফেনীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর অফিসার হিসেবে তিনি জনতা ব্যাংকে (তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক) যোগদানের মাধ্যমে

কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে নিজের মেধা ও যোগ্যতার বলে সুনামের সাথে জনতা ব্যাংক এবং ন্যাশনাল ব্যাংকের উর্দ্ধতন নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন এবং এক পর্যায়ে ১৯৯৯ সালে তৃতীয় প্রজন্মের প্রগতিশীল বেসরকারী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

## এক্সিম ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি পেলেন খন্দকার রুমী এহসানুল হক

খন্দকার রুমী এহসানুল হক সম্প্রতি এক্সিম ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্বে তিনি একই ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে লার্জ কর্পোরেট সিন্ডিকেশন, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এবং রেডিমেড গার্মেন্ট ডিভিশনের দায়িত্বে ছিলেন।

১৯৮৩ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এ ব্যাংকিং জীবন শুরু করা জনাব হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাউন্টিং-এ স্নাতক এবং আমেরিকার ইউনিভারসিটি অব সেন্ট্রাল ওকলাহোমা থেকে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পাশ করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি এক্সিম ব্যাংকের জন্মলগ্নে এই ব্যাংকে যোগদান করেন এবং ব্যাংকের প্রিন্সিপাল শাখাসহ বিভিন্ন শাখায় শাখা প্রধান হিসেবে ২০১০ সাল পর্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শাখা ব্যবস্থাপক ও শাখা পরিচালনায় সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ 'বেস্ট ম্যানেজার' এ্যাওয়ার্ডসহ একাধিকবার 'পারফরম্যান্স এ্যাওয়ার্ড' স্বর্ণপদক লাভ করেন ।

দীর্ঘ ব্যাংকিং জীবনে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, দুবাই, হংকং ও সিঙ্গাপুরে ব্যাংকিংসংক্রান্ত বিভিন্ন ট্রেনিং, কর্মশালা ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও বিশ্বের অনেক দেশে তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

## এ বি এম রাশেদুল হাসান এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এর ট্রেজারার হিসেবে যোগদান করলেন

এ বি এম রাশেদুল হাসান গত ১৯ জুন এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এর ট্রেজারার হিসেবে যোগদান করেছেন। উপাচার্য নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন।

এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এ যোগদানের পূর্বে তিনি নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন ফ্যাকাল্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের পরিচালক, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাই কমিশনে শ্রম উইংয়ের প্রধান এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন।

এ বি এম রাশেদুল হাসান ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বি.কম (সম্মান) এবং ১৯৮৫ সালে এম.কম ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে কুমিল্লার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

## ষষ্ঠ হজ্জ ও ওমরাহ ফেয়ারে অংশগ্রহণ করল এক্সিম ব্যাংক

হজ্জ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) আয়োজিত ৬ষ্ঠ হজ্জ ও ওমরাহ ফেয়ার ২০১৩-তে অংশগ্রহণ করল এক্সিম ব্যাংক। গত ২৫ এপ্রিল ৩ দিন ব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী কর্নেল ফারুক খান। মেলায় এক্সিম ব্যাংক ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংক ও হজ্জ এজেন্সিগুলো অংশগ্রহণ করে।

## এক্সিম ব্যাংকে 'ইসলামিক ব্যাংকিং' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে গত ১১ মে এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমিতে 'ইসলামিক ব্যাংকিং' বিষয়ক দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এবং সভাপতিত্ব করেন সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল একিউএম ছফিউল্লাহ আরিফ।

এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমির প্রিন্সিপাল ও ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ ফখরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যাংকিং কনসালটেন্ট এম আযীযুল হক ও এক্সিম ব্যাংকের উপদেষ্টা মু. ফরীদ উদ্দীন আহমাদ।

এক্সিম ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ব্যবস্থাপক এবং প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহীবৃন্দ দিনব্যাপী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা শেষে প্রধান অতিথি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

## এক্সিম ব্যাংক বগুড়া শাখায় "প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং এন্ড কমব্যাটিং টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং" শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এক্সিম ব্যাংকের বগুড়া, রংপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী এবং দিনাজপুর শাখার নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে গত ৮ জুন ব্যাংকের বগুড়া শাখায় "প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং এন্ড কমব্যাটিং টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং" শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিরাজুল হক মিয়া, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এন্টি মানি লন্ডারিং ডিভিশনের প্রধান মু. মনিরুজ্জামান ও এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমির প্রিন্সিপাল ও ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ ফখরুল ইসলাম।

কর্মশালায় এন্টি মানি লন্ডারিং ও টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং বিষয়ে সতর্কতার বিভিন্ন কৌশল তুলে ধরা হয় এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরো গুরুত্বের সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন।

## এক্সিম ব্যাংক গরীব-এ- নেওয়াজ শাখায় দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এক্সিম ব্যাংকের গাজীপুর চৌরাস্তা, উত্তরা, মাওনা চৌরাস্তা, বোর্ড বাজার, ময়মনসিংহে এবং গরীব-এ-নেওয়াজ শাখার নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে গত ২২ জুন ব্যাংকের গরীব-এ-নেওয়াজ শাখায় "প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং এন্ড কমব্যাটিং টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং" শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিরাজুল হক মিয়া, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এন্টি মানি লন্ডারিং ডিভিশনের প্রধান মু. মনিরুজ্জামান ও এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমির প্রিন্সিপাল ও এন্টি মানি লন্ডারিং ডিভিশনের প্রধান মু. মনিরুজ্জামান ও এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমির প্রিন্সিপাল ও ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ ফখরুল ইসলাম।

কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট শাখার ৬৪ জন নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

## এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং একাডেমিতে অনলাইন ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশান এন্ড রিপোর্টিং শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমিতে গত ১৫ এপ্রিল অনলাইন ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশান এন্ড রিপোর্টিং শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এবং পরিচালনা করেন এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমির প্রিন্সিপাল ও ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ ফখরুল ইসলাম। প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগ এবং বিভিন্ন শাখার ফরেন এক্সচেঞ্জ সংশ্লিষ্ট ৪৩জন নির্বাহী ও কর্মকর্তা দিনব্যাপী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় অনলাইন ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশান রিপোর্টিং, অনলাইন ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অনলাইন এক্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অনলাইন টিএম ফর্ম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এন্ড অনলাইন সি-ফর্ম এন্ড ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্স রিপোর্টিং সিস্টেম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের উর্দ্ধতন নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

## এক্সিম ব্যাংকে নবনিযুক্ত ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু

এক্সিম ব্যাংকে নবনিযুক্ত অষ্টম ব্যাচের ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসারদের প্রথম গ্রুপের ৪ দিনব্যাপী বুনিয়াদি কর্মশালা গত ১৯ মে এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমিতে শুরু হয়েছে। কর্মশালা উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এবং কর্মশালা পরিচালনা করেন একাডেমির প্রিন্সিপাল ও ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ ফখরুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাদেরকেই ভবিষ্যতে ব্যাংক পরিচালনায় নেতৃত্ব দিতে হবে, তাই আপনাদেরকে ব্যাংকিংয়ের সকল কার্যক্রমের উপর সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, উন্নত ও আন্তরিক সেবা প্রদানই একজন ব্যাংকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। এক্সিম ব্যাংক-কে দেশের সেরা, গতিশীল এবং আদর্শ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে পরিচিত করার লক্ষ্যে সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে তিনি আহ্বান জানান।

## এক্সিম ব্যাংকে কল সেন্টারের জন্য নিযুক্তদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি এক্সিম ব্যাংকের অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল ডিভিশনে অস্থায়ী ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয় যারা ব্যাংকের কল সেন্টারে সেবা প্রদান করবেন। নবনিযুক্ত এই কর্মকর্তাদের নিয়ে ৩ দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ১৫ এপ্রিল এক্সিম ব্যাংক ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা উদ্বোধন করেন এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এবং পরিচালনা করেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রেইনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল মোঃ ফখরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ছাড়াও আধুনিক গণযোগাযোগ ও জনসংযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

## ফরিদপুরে প্রবাসী ব্যাংকিং ও রেমিটেন্স মেলায় অংশগ্রহণ করল এক্সিম ব্যাংক

ফরিদপুর জেলা প্রশাসন ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রবাসী ব্যাংকিং ও রেমিটেন্স মেলায় অংশগ্রহণ করল এক্সিম ব্যাংক। গত ২৪ মে দুই দিন ব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন। মেলায় এক্সিম ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে এবং এক্সিম ব্যাংকের স্টল বিশেষ পুরস্কার লাভ করে।

## রংপুরে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৩ তে অংশগ্রহণ করল এক্সিম ব্যাংক

রংপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গত ২৯ জুন ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হওয়া এই মেলায় এক্সিম ব্যাংক রংপুর শাখা অংশগ্রহণের পাশাপাশি মেলায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে কুইজ ও বিতর্ক প্রোতিযোগিতার ইভেন্টটি পৃষ্ঠপোষকতা করে।
তিন দিন ব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করেন রংপুর জেলা প্রশাসক ফরীদ আহমদ। মেলায় এক্সিম ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

### পরিক্রমা বিজ্ঞপ্তি

এক্সিম ব্যাংকের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা'র সাথে যুক্ত থাকুন। পরিক্রমায় আপনার লেখা আর্টিকল, বিভাগ/ শাখাসংক্রান্ত খবর/ ব্যক্তিগত অর্জন, নবজাতক, মেধাবী মুখ ইত্যাদি ছাপা হয়।

**লেখা জমা দিতে হবে এই ফোল্ডারে-**
\\192.168.201.105\All_Branch_Data_Backup\PRD\01_PARIKRAMA
**অথবা মেইল করুন-** prd@eximbankbd.com

**অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ-**
ব্যাংক, ব্যাংকিং ও মানি মার্কেট, পুঁজিবাজার, অর্থনীতি, বিপণন ও অর্থায়ন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং দেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী।

**লেখা জমা দেওয়ার শর্তাবলী-**
- বাংলা বা ইংরেজিতে বিজয় কি-বোর্ডে টাইপ করা এমএস ওয়ার্ড ফাইল হতে হবে। স্ক্যান করা বা হাতে লেখা কপি গ্রহণযোগ্য হবে না।
- লেখকের নাম, পদবী, শাখা/বিভাগ উল্লেখ করে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবির স্ক্যান কপি দিতে হবে।

# মাহে রমজানের শিক্ষা

**Dr. Mohammed Haider Ali Miah**
B. Sc (Hon's), M. Sc, MBA, Ph. D, USA
DAIBB, PGD in IIBI, London
Managing Director & CEO
EXIM Bank, Dhaka

রমজান মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অতি বড় নিয়ামত। মানুষের কল্যাণের জন্য রোযার বিধান চালু করা হয়েছে । রোযা হচ্ছে মুসলমানদের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয।
এ মাস রহমতের মাস, মাগফেরাতের মাস, নাজাতের মাস। এটি হচ্ছে নেক কাজ করার মওসুম। এ মাসে আল্লাহ দিয়েছেন কদরের রাত, যা হাজার রাতের চেয়েও উত্তম। এ মাসেই আল্লাহ পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন। এ মাস ধৈর্য ও সবরের মাস। এ মাস জিহাদের মাস। এ মাস বিজয়ের মাস। এ মাসে নফল এবাদত ফরযের সমান। এ মাস বরকতের মাস। এ মাস তাকওয়া অর্জনের মাস। রমজান মানে বিগত দিনের সকল গুনাহগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। রোযার মাসে আমাদের গুনাহ মাফ হয়।

রোজা আমাদের জন্য ফরয। এ প্রসঙ্গে সুরা বাকারা'র ১৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

*"হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী নবী ও রাসুলদের উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। সম্ভবত এর ফলে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।"*

রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া। তাকওয়া মানে ভয় করা। তার মানে হচ্ছে- আল্লাহ ও রাসুলের সকল আদেশ মানা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। আর তাহলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। অন্য কথায় বলা যায় যে, সকল ফরয ও ওয়াজীব পালন করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে তাকওয়া । তাকওয়া'র অর্থ হচ্ছে- ১) আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা, তাঁর নাফরমানী না করা। ২) আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁকে ভুলে না যাওয়া। এবং ৩) আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করা অর্থাৎ কুফরি না করা।

তাকওয়া হচ্ছে একজন মোমিনের কাম্য গুণ। এই গুণ না থাকলে মোমিন হওয়ার কোন অর্থ নেই। কারণ যে মোমিন আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানেনা, সে আল্লাহ এবং তার শাস্তিকে ভয় করেনা। ভয় করলে সে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানতো।
তাকওয়া অর্জনের জন্য কোরআন ও হাদিসের জ্ঞান দরকার। সেজন্য কোরআন ও হাদিস পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। যারা কোরআন, হাদিস পড়েনা তাদের পক্ষে তাকওয়া অর্জন করা খুবই কষ্টকর। তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা থাকলে তা অর্জন করা সম্ভব। যাদের চেষ্টাই নেই, তারা তা অর্জন করতে পারেনা। আর তাকওয়া অর্জন করতে পারলে তাদের জন্য রয়েছে রমজানের অনেক পুরস্কার ।

তাকওয়া সম্পর্কে সুরা নিসা'র ১৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে- *"আমি তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবদের এই উপদেশ দিয়েছিলাম, আর এখন তোমাদেরকেও উপদেশ দিতেছি যে তাকওয়া অবলম্বন করো। তাকওয়া অবলম্বনকারী দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই কল্যাণ লাভ করবে।"* এ প্রসঙ্গে সুরা তালাক এর ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে- *"আল্লাহকে ভয় কর, তাকওয়া অর্জন কর। আল্লাহ বান্দার বিভিন্ন বিষয়গুলো সহজ করে দিবেন। এর ফলে সার্বিক কাজ করতে বান্দার কোন কষ্ট হবেনা।"*

এছাড়াও সুরা আরাফ, সুরা আনফাল, সুরা তালাক, সুরা আল-ইমরান, সুরা হুজরাত, সুরা বাকারা, সুরা হা-মীম সিজদাহ্ ও সুরা ইউনুস সহ বিভিন্ন সুরায় আল্লাহ তা-য়ালা তাকওয়ার কথা বলেছেন। সুরা মায়েদা'য় মোত্তাকীদের কথা বলা হয়েছে। মোত্তাকীদের আমল আল্লাহ কবুল করেন।

### অন্যান্য ধর্মে রোযা

আমরা দেখি অন্যান্য আসমানী কিতাবের অনুসারীদের উপরও রোযা ফরয ছিল। হযরত দাউদ (আঃ) রোযা রাখতেন। তিনি একদিন পরপর বছরে ৬ মাস রোযা রাখতেন। ইহুদীরা ১০ই মহরমে আশুরার রোযা রাখেন। অতীতের বহু জাতি রোযা রেখেছে। পারস্য, রোমান, হিন্দু, গ্রীক, ব্যাবিলনীয় ও পুরাতন মিশরীয়রা রোযা রাখতেন। হযরত মুসা (আঃ) এর অনুসারীরা তাঁর অনুকরণে ১০ দিন ব্যাপী রোযা রাখতেন।
দার্শনিক পিথাগোরাস ৪০ দিন রোযা রাখতেন। তার মতে রোযা চিন্তার সহায়ক। সক্রেটিস এবং আফলাতুনও ১০ দিন রোযা রাখতেন। প্রাচীন সিরিয়ানরা প্রতি ৭ম দিনে রোযা রাখতেন। আর মঙ্গোলিয়ানরা প্রতি ১০ম দিনে রোযা রাখতেন। অর্থাৎ সর্ব যুগেই রোযার প্রচলন ছিল।

### রমজানের গুরুত্ব

- রমজান দোয়া কবুলের মাস
- রমজান কোরআন নাযিলের মাস
- রমজান গুনাহ্ মাফের মাস
- রমজান কদরের মাস
- রমজান তওবার মাস
- রমজান এখলাসের মাস
- রমজান দান ও সদকার মাস
- রমজান ধৈর্য ও সংবরণের মাস
- রমজান তাকওয়ার মাস
- রমজান কঠোর শ্রম ও প্রশিক্ষণের মাস
- রমজান দাওয়াতী দ্বীনের মাস
- রমজান সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধের মাস
- রমজান হিজরত ও বিজয়ের মাস
- রমজান নেক কাজের মওসুম
- রমজান যাকাত আদায়ের মাস
- রমজান জান্নাত প্রাপ্তির মাস
- রমজান আত্মসমালোচনার মাস

রমজান হচ্ছে আমাদের এবাদতের মাধ্যমে অধিক পুরস্কার লাভ করার উত্তম মাধ্যম। আমরা যেন এই মহামূল্যবান রমজান মাসকে সাফল্যের সাথে কাজে লাগাতে পারি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর কাছে সেই তওফিকই কামনা করছি।

"ওমা তওফিকই ইল্লাবিল্লাহি।"

# Islamic Banking Concept, Application and brief Operational Procedure

**Md. Fariduddin Ahmed**
Advisor
Export Import Bank of Bangladesh Limited
Former
Managing Director & Chief Executive Officer
Islami Bank Bangladesh Limited
Export Import Bank of Bangladesh Limited

## 1.00 Meaning and definition of Islamic Banking:

General Secretariat of the Organization of Islamic Conference (OIC) defined Islamic Banking as "An Islamic Bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banking of the receipt and payment of interest on any of its operations".

Bangladesh Bank Guidelines for Islamic Banking states "Islamic Bank" means such a company or an Islamic Bank Branch(es) of a banking company licensed by Bangladesh Bank, which follows the Islamic Shariah in all its principles and modes of operations and avoids receiving and paying of interest at all levels.

"Islamic Banking Business", the BB guidelines states, means such banking business the goals, objectives and activities of which is to conduct banking business/activities according to the principles of Islamic Shariah and no part of the business either in form and substance has any elements not approved by Islamic Shariah."

## 2.00 Definition & Types of Riba (Interest):

**2.01 Definition of Riba:**

The word 'Riba' means excess, increase or addition, which correctly interpreted according to shariah terminology, implies any excess compensation without due consideration.

**2.02 Types of Riba (Interest): There are two types of Riba.**

**2.03 'Riba Nasiyah'** is defined as excess which results from predetermined interest which a lender receives over and above the principal (Ras-ul-Maal).

**2.04 'Riba-Al-Fdl'** is defined as excess compensation without any consideration resulting from sale of goods. Riba-Al-Fadl actually mean that excess which is taken in exchange of specific homogenous commodities and encountered in their hand to hand purchase and sale. Gold, Silver, Dates, Wheat, Salt & Barley are the six commodities can only be bought and sold in equal quantities and on spot.

## 3.00 Basic Principles of Islamic Banking:

**3.01 Prohibition of Riba (Interest)**

Receipt and Payment of interest is totally prohibited in Islam.

**3.02 Money as "Potential" capital:**

Money is not a commodity, but a medium of exchange, a store value and a unit of measurement. Money represents purchasing power and cannot be utilized to increase the purchasing power without any productive activity. Islamic finance advocates the creation of wealth through trade and commerce.

**3.03 Shari'ah approved Activities:**

Only those business activities that do not violate the rules of the shariah qualify for investment. For example, any investment in a business dealing with alcohol, gambling, tobacco is prohibited.

**3.04 Social Justice:**

Any transaction leading to injustice and exploitation is prohibited.

## 4.00 Application and practices of Islamic Banking theories and principles:

The theories and principles of Islamic Banking as stated above are applied in the General Banking, Investments, Foreign Trade & Foreign Exchange Operations as under:

## 5.00 General Banking: Receiving of Deposits.

**Principles of accepting Deposits and Deposit products**

**EXIM Bank receives deposits under the following two principles:**

**Al-Wadeeah**

**Al- Mudarabah**

## 6.00 Bangladesh Bank in their Guidelines for Islamic Banking has given the following definitions of the above two Modes.

**6.01 Al-Wadeeah:**

Fund which is deposited with Banks by the depositors with clear permission to utilize/invest the same is called Al-Wadeeah. Islamic banks receive deposits in Current Accounts on the basis of this Al-Wadeeah principle. Islamic banks obtain permission from the Al-Wadeeah depositors to utilize the funds at its own responsibility and the depositors would not share any profit or loss earned/incurred out of using of this fund by the bank. The banks have to pay back the deposits received on the principle of Al-Wadeeah on demand of the holders. The

depositors have to pay govt. taxes and other charges, if any.

**6.02 Mudaraba:**

Mudaraba is a partnership of labor and capital, where one partner provides full capital and the other one manages the business. The capital provider is called Sahib-Al-Maal and the user of the capital is called Mudarib. As per shariah principles, the Mudarib will conduct the business independently following shariah principles. The Sahib-Al-Maal may provide advices, if he deems fit but he cannot impose any decision over the Mudarib. Profit, if any, is divisible between the Sahib-Al-Maal and the Mudarib at a predetermined ratio, while loss, if any, is borne by the Sahib-Al-Maal. Mudarib can not avail of any salary or remuneration against his labor as a manager or conductor of the enterprise/business. The deposits, received by Islamic banks under this principle are called Mudaraba Deposits. Here, the depositors are called Sahib-Al-Maal and the bank is called Mudarib.

**6.03 Mudaraba Deposit products:**

EXIM Bank has introduced the following types of Mudaraba Deposits products:

1. Mudaraba Special Notice Deposit (MSND)
2. Mudaraba Savings Deposit
3. Mudaraba Term Deposit 1 Month
4. Mudaraba Monthly Income Deposit Scheme (MMIDS)
5. Mudaraba Super Savings Deposit Scheme
6. Mudaraba Senior Monthly Benefit Scheme (MSMBS)
7. Mudaraba Multi-plus Savings Deposit Scheme
8. Mudaraba Monthly Savings Deposit Scheme
9. Mudaraba Senior Monthly Savings Scheme
10. Mudaraba Kotipoti Deposit Scheme
11. Mudaraba Millionaire Deposit Scheme
12. Mudaraba Smart Saver Term Deposit
13. Mudaraba Femina Monthly Benefit Scheme (MFMBS)
14. Mudaraba Su-Grehini Monthly Benefit Scheme (MSGMBS)
15. Mudaraba Su-Grehini Monthly Savings Scheme
16. Mudaraba Femina Monthly Savings Scheme
17. Mudaraba Education Savings Deposit Scheme
18. Mudaraba Denmohor/Marriage Deposit Scheme
19. Mudaraba Hajj Deposit Scheme
20. Mudaraba Cash Waqf Deposit
21. Non Resident Taka Deposit (Organization)
22. Non Resident Taka Deposit (Individual)

**6.04 Compliance of Shariah Rules in Deposit Account:**

Opening of an Account in a Bank is a contractual relationship. Therefore, before opening any Account, be it an Al-Wadeeah Current Account or any type of Mudaraba Deposit Account, the rules and procedures of the concerned account to be read out and clearly explained to the prospective account holder & his signature to be obtained at the appropriate place of the Account opening Forms. Special care to be taken to communicate the rules for distribution of profit to the Mudaraba depositors.

## 7.00 Investment (Uses and deployment of Funds):

Bangladesh Bank in their Guidelines for Islamic Banking has prescribed the following Modes of Investments:

1. Mudaraba;
2. Musharaka;
3. Bai-Murabaha (Murabaha to the purchase orderers);
4. Bai-Muajjal;
5. Bai - Salam and parallel Salam;
6. Bai - Istisna and parallel Istisna;
7. Ijara;
8. Ijarah Muntahia Bittamleek (Hire Purchase);
9. Hire Purchase Musharaka Mutanaqisa (HPMM);
10. Direct Investment;
11. Investment Auctioning etc.
12. Quard
13. Quard Hassan etc.

## 8.00 Meaning and Operational issues of the above Investment Modes as given by Bangladesh Bank in their Guidelines for Islamic Banking are quoted below:

**8.01 Mudaraba:**

Mudaraba is a shared venture between labor and capital. Here Bank provides the entire capital and the investment client conducts the business. The Bank, provider of capital, is called Sahib-Al-Maal and the client is called Mudarib. The profit is to be distributed between the Bank and the investment client at a predetermined ratio while the bank has to bear the entire loss, if any.

**8.02 Musharaka:**

Musharaka means partnership business. Every partner has to provide more or less equity funds in this partnership business. Both the Bank and the investment client reserve the right to share in the management of the business. But the Bank may operate to permit the investment client to operate the whole business. In practice, the investment client normally conducts the business. The profit is divided between the bank and the investment client at a predetermined ratio. Loss, if any, is to be borne by the bank and the investment client according to capital ratio.

**8.03 Bai-Murabaha (Murabaha to the Purchase Orderers):**

Contractual buying and selling at a mark-up profit is called Murabaha. In this case, the client requests the Bank to purchase certain goods for him. The Bank purchases the goods as per specification and requirement of the client. The client receives the goods on payment of the price which includes mark-up profit as per contract. Under this mode of investment the purchase/cost price and profit are to be disclosed separately.

**8.04 Bai-Muajjal:**

"Bai-Muajjal" means sale for which payment is made at a future fixed date or within a fixed period. In short, it is a sale on Credit. It is a contract between a buyer and a seller under which the seller sells certain specific goods (permissible under shariah and law of the country), to the buyer at an agreed fixed price payable at a certain fixed future date in lump sum or within a fixed period by fixed installments. The seller may also sell the goods purchased by him as per order and specification of the buyer. In Bank's perspective, Bai-Muajjal is treated as a contract between the Bank and the Client under which the bank sells to the Client certain specified goods, purchased as per order and specification of the Client at an agreed price payable within a fixed future date in lump sum or by fixed installments.

**8.05 Bai-Salam and Parallel Salam:**

Salam means advance purchase. It is a mode of business under which the buyer pays the price of the goods in advance on the condition that the goods would be supplied / delivered at a particular future time. The seller supplies the goods within the fixed time.

**8.06 Parallel Salam:**

Parallel Salam is a Salam contract whereby the seller depends, for executing his obligation, on receiving what is due to him -in his capacity as purchaser from a sale in a previous Salam contract, without making the execution of the second Salam contract dependent on the execution of the first one.

**8.07 Bai-Istisna and parallel Istisna:**

A contract executed between a buyer and a seller under which the seller pledges to manufacture and supply certain goods according to specification of the buyer is called Istisna. An Istisna agreement is executed when a manufacturer or a factory owner accepts a proposal placed to him by a person or an institution to produce/manufacture certain goods for the latter at a certain negotiated price. Here, the person giving the order is called Mustasni, the receiver of the order is called Sani and the goods manufactured as per order is called Masnu. An order placed for manufacturing or producing those goods which under prevailing customs and practice are produced or manufactured will be treated as Istisna contract.

**8.08 Parallel Istisna:**

If it is not stipulated in the contract that the seller himself would produce/provide the goods or services, then the seller can enter into another contract with third party for getting the goods or services produced/ provided by the third party. Such a contract is called Parallel Istisna. This may be treated as a sub-contract. The main features of this contract are:-

i. The original Istisna contract remains valid even if the Parallel Istisna contract fails and the seller will be legally liable to produce/ provide the goods or services mentioned in the Istisna contract.
ii. Istisna and Parallel Istisna contracts are treated as two separate contracts.
iii. The seller under the Istisna contract will remain liable for failure of the sub-contract.

**8.09 Ijara:**

The mode under which any asset owned by the bank, by creation, acquirement/or building-up is rented out is called Ijara or leasing. In this mode, the leasee pays the Bank rents at a determined rate for using the assets/properties and returns the same to the Bank at the expiry of the agreement. The Bank retains absolute ownership of the assets/properties in such a case. However, at the end of the leased period, the asset may be sold to the client at an agreed price.

**8.10 Ijarah Muntahia Bittamleak (Hire-Purchase):**

Under this mode, the bank purchases vehicles, machineries and instruments, building, apartment etc. and

allow clients to use those on payment of fixed rents in installments with the ultimate objective to sell the asset to the client at the end of the rental period. The client acquires the ownership/ title of the assets/ properties subject to full payment/ adjustment of all the installments.

**8.11 Hire-purchase Musharaka Mutanaqasa (HPMM):**

Hire-purchase Musharaka Mutanaqasa means purchasing and acquiring ownership by one party by sharing in equity and paying rents for the rest of the equity held by the Bank/or other party. Under this mode, the Bank and the client on contract basis jointly purchase vehicles, machineries, building, apartment etc. The client uses the portion of the assets owned by the bank on rental basis and acquires the ownership of the same assets by way of paying banks portion of the equity on the assets in installments together with its rents as agreed upon.

**8.12 Direct Investment:**

Under this mode, the bank can under its full proprietorship conduct business by directly investing in the industries, trading, transports etc. In these cases, the profit/loss fully goes to the bank.

**8.13 Investment Auctioning:**

Selling by auction of those assets/goods acquired by the bank through direct investment is called Investment auctioning. Generally, the bank establishes industrial units by direct investment, makes the same operationally profitable and then sells out on auction. This mode of investment is very helpful for industrialization of the country.

**8.14 Quard:**

It is a mode to provide financial assistance/ loan with the stipulation to return the principal amount in the future without any increase thereon.

**8.15 Quard Hassan:**

This is a benevolent loan that obliges a borrower to repay the lender the principal amount borrowed on maturity. The borrower, however, has the discretion to reward the lender for his loan by paying any amount over and above the amount of the principal provided there will be no reference (explicit or implicit) in this regard. If a bank provides its client any loan, it can receive actual expenditure relating to the loan as service charge only once. It cannot charge annually at a percentage rate. If a loan is provided against the money deposited by a client in the bank, it has the right not to pay any profit against the amount of money given as loan. But profit should be paid on the rest of the amount deposited as per previous agreement.

## 9.00 Foreign Exchange & Foreign Trade under Islamic Framework:

Foreign Exchange and Foreign Trade business are conducted as per "Guidelines for Foreign Exchange Transactions" of Bangladesh Bank and the Circulars issued by them from time to time in this regard.

**9.01 General Framework of Foreign exchange & Foreign Trade Transaction:**

Bangladesh Bank, in their "Guidelines for Islamic Banking" has provided detailed principles and rules for foreign trade business. Before quoting those principles & rules, Islamic perspectives' and principles of foreign trade are given below:

**9.02 Foreign Trade under Islamic Perspective:**

Islamic & Conventional Trade Finance: A Comparison

| Islamic | Conventional |
|---|---|
| Based on sale contract between the parties | Legal relation is based on assignment and Mandate |
| Title in the name of the Bank | Title of goods in the name of the client |
| Deals in goods | Deals in documents |
| Accepts Risk | Does not take Risk |
| Subordinate to the Contract | Abstract responsibility in case of fraud or defective goods |
| No interest elements | Charges interest |

**9.03 Import & Export Services Products:**

| Service Principles | Scope of Application | Basis |
|---|---|---|
| Wakalah | ▸ Letter of Credit<br>▸ Advising Letter of Credit<br>▸ Transferring Letter of Credit<br>▸ Safe Keeping<br>▸ Export Bills Collection | Commissions & Fee Basis |
| Kifalah | ▸ Letter of Credit<br>▸ Performance Bond<br>▸ Bid Bond<br>▸ Advance Payment Guarantee<br>▸ Adding Confirmation | Commission Basis |

**9.04 Import & Export Financing Products:**

| Financing Principles | Scope of Application | Basis |
|---|---|---|
| Bai | ▸ Bai-Murabaha (Import) | Mark up Basis |
| | ▸ Bai-Murabaha (Import Bills) | Mark up Basis |
| | ▸ Bai-Murabaha (Post Import) | Mark up Basis |
| | ▸ Bai-Muajjal (Pre shipment) | Mark up Basis |
| | ▸ Bai-Salam (Pre shipment) | Profit Basis |
| | ▸ Bai-as-Sarf (Post Shipment) | Profit Basis |
| Shirkat | ▸ Mudaraba (Import) | P/L sharing Basis |
| | ▸ Musharaka (Pre shipment) | P/L sharing Basis |
| | ▸ Musharaka Documentary Bills | P/L sharing Basis |
| Ijara | ▸ Hire Purchase under Shirkatul Meek | Rental Basis |

**10.00 Difference between Islamic Banking and Conventional Banking**

| No | Conventional Banking | Islamic Banking |
|---|---|---|
| 1. | The functions and operating modes of conventional banks are based on man-made principles. | The functions and operating modes of Islamic banks are based on the principles of Islamic Shariah. |
| 2. | The investor is assured of a predetermined rate of interest. | In contrast, it promotes risk sharing between provider of capital (investor) and the user of funds (entrepreneur). |
| 3. | It aims at maximizing profit without any restriction. | It also aims at maximizing profit but subject to Shariah restrictions. |
| 4. | It does not deal with zakat and does not pay any zakat. | In the modern Islamic banking system, it has become one of the service- oriented functions of the Islamic banks to collect and distribute zakah. It pays zakat. |
| 5. | Lending money and getting it back with interest is the fundamental function of the conventional banks. | Participation in partnership business is the fundamental function of the Islamic banks. |
| 6. | Its scope of activities is narrower when compared with an Islamic bank. | Its scope of activities is wider when compared with a conventional bank. It is, in effect, a multipurpose institution. |
| 7. | It can charge additional money (compound rate of interest) in case of defaulters. | The Islamic banks have no provision to charge any extra money from the defaulters. |
| 8. | In it very often, bank's own interest becomes prominent. It makes no effort to ensure growth with equity. | It gives due importance to the public interest. Its ultimate aim is to ensure growth with equity. |
| 9. | For interest - based commercial banks, borrowing from the money market is relatively easier. | For Islamic banks, it is comparatively difficult to borrow money from the money market. |
| 10. | Since income from the advances is fixed, it gives little importance to developing expertise in project appraisal and evaluations. | Since it shares profit and loss, Islamic banks pay greater attention to developing project appraisal project appraisal and evaluations. |
| 11. | Conventional banks give greater emphasis on credit-worthiness of the clients. | Islamic banks, on the other hand, give greater emphasis on the viability of the projects. |
| 12. | The status of a conventional bank, in relation to its clients, is that of creditor and debtors. | The status of Islamic bank in relation to its clients is that of partners, investors and trader. |
| 13. | A conventional bank has to guarantee al its deposits. | Strictly speaking, an Islamic bank cannot guarantee all its deposits. |

# Internal Control System in Banking Arena: An Overview

**Nur Mohammad Ansari**
Senior Assistant Vice President
Internal Control &
Compliance Division
Head Office, Dhaka.

In recent years, internal control system has reached in a new height due to the demand of time. The Internal Control possesses some distinct features, which always, is in a mission to bring down the lapses/irregularities, frauds, cheating in an optimum level. Having a set of remedy system it accelerates some important measure in the operational level of the bank, which contributes a lot to combat the irregularities whether the banks/branches follow the guidelines as prescribed by Bangladesh Bank as well as by the ICC itself. Moreover, the various rules & regulations provided by the central bank have empowered the control culture in banking arena, here the central bank always pursue the strict policy to maintain the financial administration in the country. It also put its outmost importance deploying its regulations in the commercial banks in particular.

Although as per the core risk dogma, the internal control has occupied a very distinct position in one of its 06 bastion so that there is no room to overlook the same in banking sector. Over the days its articulations have been consolidated in the pertinent areas. But the acceptance & movement of internal controls yet to be achieved in full or in cent per cent in course of control culture. Though, day to day practical situations have compelled the system to expedite its recognitions. Now-a-days transparency in all sectors has become a focal issue where the role of ICC in banking system is an undeniable instrument as the days are as such coming ahead with neo-neo financials complexities; here the ICC has ever been considering as a sole trouble shooter to maintain the orderly financial movement of the banks.

It is earlier mentioned above that there are 06 core risk in the contemporary banking system under the guideline of Core Risk Management. All the risk are a major issues at present banking system, here ICC is one of the most important organ, which is being deemed as the safe-guard of assets & liability of a bank. As per core /guideline of central bank, the ICC is a distinctive/ individual organ of a unified body, which has been empowered comparing other organ of a bank by dint of the said guideline. Moreover, **"The ICC is more powerful, the bank is more strengthened" as echoes in its principles.**

It is learnt by all in banking arena, what actually ICC does. It ought to be cited here that ICC consists of 03 major departments whose are **01.** Audit **02.** Compliance & **03.** Monitoring. According to the fragmentations of ICC, mentioned above, it possesses most distinctive features, which cover the entire system in a fruitful manner. But the question whether these organs are functioning well with its own course of responsibility under the existing system, particularly based on our banking industry.

**It is true that as per dogma, ICC contains a comprehensive responsibility to rule the system towards an effective goal in connection with its course of actions, which, may however be characterized in short under such manners:**

**01. As an effective Tools of the Bank:** Every institution functions under some major principles, which guides the entire system itself. It always is an effort to aware or to renew the rules and regulations among the employees entrusted with the specific portfolios time to time by dint of their schedule of activities. The ICC contributes a lot to aid the concerned persons to discharge their duties as per norms as some times it is noticed in the eyes of ICC that some entrusted persons are not being done their jobs as per rules of the system guided by own banking norms as well as under the guidance of central bank where ICC plays a pivotal role by identifying the wrongdoings & finally helps them how to get relieved from it.

**02. As an impediment/bar against the irregularities:** As a nature of job ICC always to put a barricade the disaster/anomalies or to bring down the rein of lapses/irregularities by enforcing their vigilance in the day to day banking operations.

**03. As an aid of the system:** While a bank faces an acute crisis, ICC put forward their hands as at first aid tools to tackle down the situation under control so that the situation may not go out of control by deploying their tools of technique.

**04. As an protector of assets & liability:** Banks handle the public money under a specific system of a country in the way of business mediating the checks & balance of assets and liability in healthy manner where ICC always acts as watch dog so that the major interest of the bank doesn't fall under threat.

**05. As a projectors of search-light:** A bank can assess its overall position in comprehensive manner by the tools of ICC as the responsible organ it is entrusted with the course of detection of lapses/irregularities. It is always in a mission to aware regarding the mishaps of operations whether it is in right track or about to derail. Simply it is not possible to find out any hidden clue without the prudent assistance of ICC, which is lying as vigilant to protect the interests of the bank.

Although as per tenet, we often define the ICC as guide, Philosopher of the bank but in practical the path of its own course is not smooth & independent rather sometimes it appears to some extent as the titular organ of the bank.

Notwithstanding, it is true that every system has some shortcomings but the overall activities bury the same where erects a shining glory, which is important. It is such a system, which does all the things for others' protections, which may not brings any smell for them but on contrast it has to continue its course of actions whether it earns a lot for them or not. The commitment of responsibility ushering the policy as well as objectives get implemented under the shape of the system. There is also a scope to galvanize the policy what it need be time to time under the guideline of core risk management.

## মেধাবী মুখ

জান্নাতুল বুশরা মতিঝিল সরকারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ হতে জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে এক্সিম ব্যাংকের আইআরএমএ এন্ড আর ডিভিশনের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মোঃ বেলাল উদ্দিন ও মিসেস ফাতেমা ইয়াসমিন এর জৈষ্ঠ্য কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

তাওহীদা জাহান ইউসরা ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ হতে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ হতে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন) পেয়েছে। একই কলেজ থেকে জেএসসি পরীক্ষায়ও সে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন) পেয়ে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছিল। এর আগে তাওহীদা ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল হতে ২০০৭ সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ডবলমুরিং থানায় প্রথম স্থান লাভ করে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। তাওহীদা এক্সিম ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার সিনিয়র এসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অপারেশন ম্যানেজার মোঃ শাহ্‌জাহান পাটোয়ারী ও শামীম আরা বেগম এর ছোট মেয়ে। সে বর্তমানে ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজে একাদশ শ্রেনীতে পড়ছে।

## নবজাতক

এক্সিম ব্যাংকের বসুন্ধরা শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার মোঃ কামরুল ইসলাম মজুমদার গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ প্রথমবারের মতো কন্যা সন্তানের জনক হয়েছেন। তার নাম রাখা হয়েছে কাশফিয়া ইসলাম (নুহা)। নুহা এবং তার মা জান্নাতুল ফেরদাউস আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছেন। নুহা আপনাদের সকলের দোয়া প্রার্থী।

EXIM BANK
AGRICULTURAL UNIVERSITY BANGLADESH

চাঁপাইনবাবগঞ্জে উদ্বোধনের অপেক্ষায়

# এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

# আমরা আছি সব সময় আপনার সাথে...

## এক্সিম ক্যাশ

শরীয়াহ ভিত্তিক মোবাইল ব্যাংকিং

### শ্রমিকের, কৃষকের, মজুরের

দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এবং
প্রতিটি সাধারণ মানুষের কাছে
আধুনিক শরীয়াহ্ ভিত্তিক
ইসলামী ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে

**এক্সিম ক্যাশের সুবিধাসমূহঃ**

- শুরু থেকেই এটিএম, পিওএস এবং এজেন্টের মাধ্যমে টাকা লেনদেন
- মোবাইল ফোনে এয়ারটাইম টপ আপ
- ব্যালেন্স ইনকোয়্যারি
- মিনি স্টেটমেন্ট
- ব্যালেন্স ট্রান্সফার
- মেসেজ এলার্ট
- ফোনে টাকা প্রেরণ
- বিভিন্ন বিল পরিশোধ সুবিধা
- নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ব্যাংকিং

EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

## এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক
অ ব বাং লা দে শ লি মি টে ড